ভোরের কাগজ

তারিখ APR. 7 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

২৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে ছাত্রদলের মিছিল

বর্ধিত সভাশেষে ১১ দফা প্রস্তাব ❑ সরকার ছাত্র রাজনীতি ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত : মান্নান ভুঁইয়া

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের সার্বিক প্ররিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ও ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে ছাত্রদল আগামী ২৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করবে এবং শিগ্গির ঢাকায় ছাত্র মহাসমাবেশের আয়োজন করে সরকার পতন আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবে। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ২ দিনব্যাপী বর্ধিত সভার শেষ দিন গতকাল মঙ্গলবার এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়াও বর্ধিত সভায় সরকার পতনের লক্ষ্যে এক দফা আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য জাতীয়তাবাদী সকল শক্তি ও ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

দিনব্যাপী সভায় গতকাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তরিকুল ইসলাম, বিএনপির ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা সাংসদ আমানউল্লাহ আমান, শামসুজ্জামান দুদু, নাজিমউদ্দিন আলম প্রমুখ।

সকাল ১০টা থেকে বর্ধিত সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় উপস্থিত বিএনপি নেতৃবৃন্দ ছাত্রদলের মাঠপর্যায়ের নেতাদের তোপের মুখে পড়েন। তারা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলেন। ছাত্রদলের জেলা প্রতিনিধিরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপির এমপি ও নেতারা রাজপথে নামেন না। এমনকি তাদের কোনো প্রকার সহযোগিতাও করেন না। প্রতিনিধিরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'রাজপথে আন্দোলন করে মরি আমরা আর সরকারে গিয়ে ক্ষমতা ভোগ করেন তারা'। জনাব ভুঁইয়া সভায় উপস্থিত হন সকাল সাড়ে ১০টায়। জেলা প্রতিনিধিদের তোপের মুখে দুপুরে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন। অবশ্য ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ জানান, দুপুরে খাওয়ার জন্য মহাসচিব সভাস্থল ত্যাগ করেন।

সমাপনী অধিবেশনে সন্ধ্যায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া বলেন, ছাত্র রাজনীতিকে ধ্বংসের জন্য পরিকল্পিতভাবে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ছাত্ররা তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে বলে বর্তমান সরকার ছাত্র রাজনীতিকে ধ্বংসের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে।

সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন উল্লেখ করে মান্নান ভুঁইয়া বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তারা শতকরা ১০ ভাগের বেশি আসনে জিতবে না। চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী ও ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ভর করে সরকার টিকে আছে। ভালো করে নাড়া দিলে তাদের পতন ঘটবে।

সন্ধ্যার পর ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ এক প্রেসব্রিফিঙের আয়োজন করে। ব্রিফিঙে সভায় বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১১টি প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে সরকারি দলের কটূক্তির নিন্দাজ্ঞাপন, শিক্ষাঙ্গনসহ সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ, পুলিশসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি, ছাত্র বেতন ও শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ প্রভৃতি।